আমরাও শতাব্দীর Solendad ভাঙছি : প্রসঙ্গ মার্কেজ

সাধন চট্টোপাধ্যায়

'দন্ কুই হো' এবং 'ওয়ার এন্ড পিস্' এর পর সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস 'One Hundred Years of Solitude'-ই পৃথিবীর নানা রুচি ও স্তরের মানুষকে এতখানি বিস্মিত ও মুগ্ধ করে তুলতে পেরেছে। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের জন্যই সাহিত্য-অভিধানের একটি শব্দ Magic Realism দেশে দেশে বিতর্কের ঝড় তুলছে। 'দন্ কুই হো'-র নোবেল পুরস্কারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, 'ওয়ার এন্ড পিস্' সে গৌরবে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ছিল, আর 'One Hundred Years of Solitude' ১৯৮২-তে নোবেল পেলেও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সকল সীমানা ভেঙে উপন্যাস সৃষ্টিকে হিমালয়জাত সৌন্দর্য দান করেছে। যেখানে কেবল মহাকালের কীর্তি-আসনই আঁচল পেতে থাকে। জন্মসূত্রে তিনি লাতিন আমেরিকার কলম্বিয়া দেশের মানুষ। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং কিছুদিন স্পেনের বার্সিলোনায় কাটিয়ে পাকাপাকি আস্তানা বানিয়েছিলেন বিশিষ্ট কবি অকটাভিয়ান পাজ্-এর দেশ মেক্সিকোয়। রাজধানী মেক্সিকো সিটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পরিণত বয়সেই (১৯২৭-২০১৪)। ১৯৯৮-তে ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়বার পর, ষোল বছর ব্যাধিটির সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন। পারিবারিক সদস্যদের তথ্য অনুযায়ী, জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি স্মৃতি ভ্রষ্টতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। অদ্ভুত মার্কেজের প্রাণশক্তি। প্রায় ষোল বছরের ব্যাধি পর্বে তাঁর কল্পনা ও কলম ধূসর হয়ে যায়নি। লিখেছেন 'My Melancholy Hores'-এর মতো উপন্যাস, বিশাল তিন খণ্ডে আত্মজীবনী Living to Tell a Tale. তাঁর মৃত্যুর পর, পরিবার জানায় একটি অমুদ্রিত উপন্যাস লেখা আছে, যা প্রকাশককে ছাপবার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

মার্কেজ তাঁর লেখকজীবনে নিজেকে উত্তরাধিকারী মনে করেছেন সফোক্লেশ, উইলিয়াম ফক্নার— যাঁর সম্পর্কে লিখেছেন My Master— ফ্রাঞ্জ কাফ্কা এবং আপন ঠাকুর্দা ব্যক্তিটির (যাঁর জীবনছায়ায় লিখিত No One Writes to the Colonel)। লাতিন আমেরিকার অন্যান্য উপন্যাসিকদের মতো, গার্সিয়া মার্কেজও ঋণ স্বীকার করেছেন আর্জেন্টিনার লেখক লুই বোর্হেস এর কাছে। বোর্হেসই প্রথম মহাদেশটির সামাজিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইওরোপীয় ঘরানার কেন্দ্রীয় ঐতিহ্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। বোর্হেস কৃত কাফ্কার Metamorphosis পাঠ করে মার্কেজ অতুলনীয় সাহিত্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ

হয়েছিলেন। মন্তব্য করেছিলেন, বুঝিনি আগে, এ-ভাবে অনবদ্য ভঙ্গিমায় কিছু লেখা সম্ভবপর হয়। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, ঠাকুমার কাছে শৈশবের গল্প শুনছি। অতিপ্রাকৃত সব ঘটনা, অথচ স্বাভাবিক ও বাস্তব ভঙ্গিতে বলে যাওয়া।

আজ মার্কেজ স্মৃতির রাজ্যে চলে গেছেন, যেখানে সফোক্লেশ, সার্ভেন্তেজ, কাফ্‌কা, উইলিয়াম ফক্‌নার এবং অবশ্যই লুই বোর্হেসদের মতো চিরস্মরণীয় লেখকরা অবস্থান করছেন। মার্কেজ নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। তাঁর বহুখ্যাত উপন্যাসটির প্রথম বাক্যটি সকলের মুখে মুখে। "Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aurelian Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice" (One Hundred Years of Solitude).

অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হিসেবেই নয়, তাঁর আখ্যান নির্মাণের কৌশল— যা যাদু বাস্তবতা বা Magic Realism হিসেবে পরিচিত— এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নতুন প্রজন্মের ওপর যে প্রভাব সৃষ্টি করেছে, তথাকথিত বাস্তবতার শৃঙ্খলকে যেভাবে ছিন্ন করেছে— নিকট অতীতের কোনো কথাসাহিত্যিকই এমন গভীরভাবে Magic সৃষ্টি করতে পারেননি।

তাঁর কাহিনির পটভূমিতে প্রায়শই Macondo বলে যে ছোট্ট শহরটির উল্লেখ, আসলে তা উত্তর কলম্বিয়ার আরাকাটাকা, যেখানে লেখক ১৯২৭-এর ৬ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আখ্যানের বর্ণনায় শহরটি ভীষণ গরম, ধূলিচ্ছন্ন এবং পথেঘাটে খুনখারাপিতে ভরা। লেখকের জবানিতে "The weekends were a permanent fiesta when we virtually locked ourselves in the house. On monday there were corpses and wounded plople lying in the streets."

মার্কেজের ঠাকুদ্দা ছিলেন কলম্বিয়ার উদারপন্থী রাজনীতিকদের চোখে নায়ক— যিনি ১৮৯৯ থেকে ১৯০২-এর মধ্যে হাজার দিনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শিশু মার্কেজের কাছে তিনি ছিলেন বিচিত্র কাহিনির উৎস। লেখক পরবর্তীকালে বলেছেন ঠাকুদ্দাই ছিলেন ইতিহাস ও বাস্তবতার নাড়ির সংযোগ।

ঠাকুদ্দা মারা গেলে, আট বছর বয়সে মার্কেজ পিতামাতার কাছে চলে আসেন। পিতা ছিলেন রেলওয়ের একজন, টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্মচারি। রাজধানী বোগোটার কাছে, স্কলারশিপের টাকায় বালক মার্কেজ স্কুলে ভর্তি হন। তারপর বোগোটা ও কার্টিজেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া অবস্থায় লেখালিখি শুরু। স্কুল জীবনেই বালক মার্কেজ কথক বা গল্প বলিয়ে হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৪৬— উনিশ বছর বয়সে সংবাদপত্রে তাঁর গল্প ছাপা হতে থাকলেও, তাঁর প্রথম উপন্যাসিকা Leaf Storm ১৯৫৫-এর আগে প্রকাশ পায়নি।

বোগোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি আইনের ছাত্র, ভাবী স্ত্রী মার্সিটিস বার্চা পার্দোর সঙ্গে আলাপ এবং একত্রিশ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৫০ সালে আইনপড়া অসমাপ্ত রেখেই মার্কেজ অর্থোপার্জনের জন্য সাংবাদিকতায় যোগ দেন। চলে যান কলম্বিয়ার বন্দর শহর বারানকুইল্লাতে। বিচিত্র জীবনযাত্রার শুরু। সেখানে এক বেশ্যাপল্লীতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। এখানেই মার্কেজের সঙ্গে পরিচয় ঘটে আঞ্চলিক ছোটখাট লেখকদের। গড়ে ওঠে Study Circle। এভাবেই আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জেমস্ জয়েস এবং ভার্জিনিয়া উলফ্ প্রমুখের উপন্যাস আত্মস্থ হয়।

ছোটবেলাতেই গার্সিয়া মার্কেজ এর ওপর ঠাকুমা দোনা ট্রাঙ্কুইলিনা ইগুয়ারান-এর প্রবল প্রভাব। ছোটবেলা থেকেই ঠাকুদ্দা-ঠাকুমার কাঠের বাড়িটির পরিবেশ থাকত অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ও নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন। অথচ ঠাকুমা ইগুয়ারান এ-গুলোকে বাস্তব বলেই বিশ্বাস করতেন।

যে-কোনো অতিরঞ্জিত ঘটনার বর্ণনা ঠাকুমা অতি স্বাভাবিক বাস্তবের ছোঁয়ায় বলতে পারতেন। ঠাকুমার এই গল্প বলার ভঙ্গিটি মার্কেজকে খুব আলোড়িত করত। পরবর্তী লেখক জীবনে ১৯৮৩ সালে Playboy পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে মার্কেজ বলেছিলেন, 'I say extraordinary things in an ordinary tone. It is possible to get away with ANY THING as long as you make it believable'. এ যেন ইগুয়ারান-এর গল্প বলার ঘরানাটির প্রতিধ্বনি। তাঁর জীবনীগ্রন্থ 'Gabriel Garcia Marquez : A Life'-এ কৌতূহলোদ্দীপক একটি কথা বলেছেন জীবনীকার। মার্কেজ নাকি বিশ্বাস করতেন— 'Fiction was invented the day Jonah arrived home and told his wife that he was three days late because he had been swallowed by a whale.'

বারানকুইল্লায় সাংবাদিক জীবনেই তাঁর সঙ্গে কলম্বিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিবাদ ঘনীভূত হয়ে ওঠে— যখন জাতীয় বীরত্বের একটি গল্পকে স্রেফ সরকারি মিথ্যা প্রচার হিসেবে মার্কেজ ফাঁকা করে দেন। ঘটনাটি ছিল এরকম : ১৯৫৫ সালে কলম্বিয়ার সরকারি একটি জাহাজ 'সামুদ্রিক তুফানে' ডুবে যায়। মাত্র একজন নাবিক দশ দিন ক্রমাগত একটি পাটায় ঝুলে থেকে ডাঙায় ফিরে আসে। তাকে নিয়ে সরকার শুরু করে দেয় জাতীয় বীরের সম্মানের মর্যাদা। দেশময় উৎসবের আয়োজন।

কিন্তু নাবিকটি গোপনে মার্কেজকে জানায় ঝড়-তুফানের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গল্প এবং পরিকল্পিত বানানো। নিষিদ্ধ মালপত্র নিয়ে, বে-আইনি ভার চাপিয়ে জাহাজ যাচ্ছিল। যার ফলে ডেক ভেঙে জাহাজ ডুবি। প্রকৃত ঝড় উঠল মার্কেজ যখন খবরটি তৈরি করে সত্য উন্মোচন করে দিলেন। পত্রিকাটি ছিল El Espectador। মালিক পক্ষ কলম্বিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের হুকুম, মার্কেজের চাকুরি না খেয়ে, বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে দিল সুদূর ইওরোপ। সেখান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সর্বত্রই তিনি স্বদেশী স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। এটাই শাস্তি। আরও ক্রোধের কারণ, মার্কেজ ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। ফিদেল কাস্ত্রো ছিলেন অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং লাতিন আমেরিকার— বিশেষত কলম্বিয়ার মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

মার্কেজের প্রথম যৌবনের গল্পগুলিতে, যা সরলা এরেন্দিরা (১৯৭৮) গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত আছে— মৃত্যু, জরা, বার্ধক্য— মূলত এইসব বিষয় সম্পর্কে। কিন্তু No one writes to the colonel-এ পাই আমরা পার্থিব বাস্তবতার ছবি, যার পটভূমিতে আছে ম্যাকোনডো শহরটি। বহুকাল অবসরপ্রাপ্ত জনৈক কর্নেলের চোখ দিয়ে শহরটিকে দেখানো হয়েছে। যিনি দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, যার কাছে আইনত অবসরের ভাতা কোনোদিন পৌঁছয়নি এবং যার এক ছেলে গোপন সংগঠনে যুক্ত থাকার খেসারত হিসেবে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের গুলি খেয়ে মরেছিল।

১৯৬৫-তে অতিপ্রাকৃত ঘটনার মতো মার্কেজের অন্তরে অজ্ঞাত প্রেরণা জাগল, বড়, বিস্তৃত আয়তনের উপন্যাস লিখবার। কীভাবে সম্ভব তা? এর আগে ১৯৬২-তে Evil Hour লিখে ছোট্ট শহরটির রাজনৈতিক ঘটনাপট উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিন্দুতে গেঁথে দিয়েছিলেন যদিও। এক বছর ধরে মাথায় এ-পরিকল্পনা ঘুরপাক খেতে খেতে, আক্ষরিক অর্থেই, একদিন গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে গেলেন। লিখতে বসলেন। টানা দেড় বছর লিখে গেলেন সংসারের সব কিছু ভুলে। জুন ১৯৬৭-তে স্প্যানিস ভাষায় Clenanos de Solendad প্রকাশ পেতেই এক সপ্তাহে ৮ হাজার কপি, তিন বছরে পাঁচ লক্ষ বই বিক্রি হয়ে গেল। এর আগে মার্কেজের উপন্যাস-গল্পের বিশেষ কাটতি ছিল না। মেরে কেটে পাঁচ থেকে সাত শ কপি। বলতে গেলে, One hundred years of Solitude-এর আগে মার্কেজ ছিলেন আমাদের কলকাতার ঘরানায় লিটল ম্যাগাজিনের লেখক।

লেখক Ruchir Joshi-র ভাষায় বললে ব্যাপারটা দাঁড়ায় : Even though he has a few books of fiction published and in the market, he earns not a penny of royalty till he's past forty; in Calcutta terms, he's the man who writes for the small-magazine, who's happy when a publisher forks out money to bring out a small edition of a chotte uponnyash, a novella : when he sends off a copy of his first big novel to his publisher, his wife has to sell things in the house to afford the postage between Bogota and Buenos Aires.'

তারপর সব কিছু ইতিহাস। ইওরোপ ও লাতিন আমেরিকায় এখন তাঁর পাঁচ-পাঁচটি বিলাসবহুল বাড়ি। স্পেনীয় ভাষায় বাইবেল বাদ দিলে, মার্কেজের বইয়ের কাটতি সবচেয়ে বেশি। তাঁর স্মরণীয় পাঁচটি উপন্যাসের মধ্যে আছে One Hundred Years of Solitude, The Autumns of the Patriarch, Chronicle of a Death Foretold, Love in the time of Cholera এবং The General in His Labyrinth. পঞ্চম বইটি লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামী সাইমন বলিভারের জীবন নিয়ে লেখা। জীবনের শেষ প্রান্তে, মৃত্যুর কয়েক বছর আগে, তিনখণ্ডে আত্মজীবনী শেষ করেছেন Living to tell a tale. তবে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে One Hundred Years of Solitude-এর মতো কোনো উপন্যাস দেশে-দেশে, জনমানসে এমন প্রবলতম আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। শিক্ষক, কেরানি, ব্যাংক ম্যানেজার, শিল্পী থেকে খেলোয়াড়, কোটিপতি ব্যবসায়ী রাষ্ট্র প্রধান, কূটনীতিক, বিমান

চালক, ডাক্তার, উকিল, যাজক, ঘোড়ার মাঠের জকি, কবি— সকল স্তরের মানুষ এ উপন্যাসের পাঠক। চিলির কবি পাবলো নেরুদা বলেছেন, "the greatest revelation in the Spanish Language since Don Quixote." উপন্যাসিক Willium Kenedy বলেছেন, The first piece of literature since the Book of Genesis that should be required reading for the entire human race.

উপন্যাসটির লিখন ইতিহাস, প্রকাশকের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া— সব কিছুই যেন যাদু বাস্তবতায় মুখর। গার্সিয়া মার্কেজের স্মৃতি থেকে সরাসরি— 'When I finished writing, my wife said did you really finish it? We owe $ 12000.'

পাণ্ডুলিপি অবশেষে ধারের টাকাতেই বুয়েনাস এয়ার্স-এর প্রকাশকের কাছে পৌঁছল। প্রকাশনাটির সম্পাদকও পড়া শুরু করলেন। সে দিনটায় প্রবল বৃষ্টি পড়ছিল। অখ্যাত কলম্বিয়ান লেখকটির পাণ্ডুলিপি পাঠ যত এগুচ্ছিল, বুকের মধ্যে অনাস্বাদিত উত্তেজনা। হঠাৎ তিনি আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত উপন্যাসিক ইমাস্ এল মার্টিনেজকে ফোনে জরুরি তলব করলেন। মার্টিনেজ বলছেন ভেজা জুতো পায়ে ঢুকেই দেখি পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা ছড়ানো-ছিটানো— যা ১৯৬৭ সালের পর গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজকে বিশ্বখ্যাতির বৃত্তে লক্ষ্যভেদ করিয়ে দিল।

মার্কেজ স্বীকার করতেন, যাদুবাস্তবতার উদ্ভাবক তিনি নন। তাঁর পূর্বেও লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লক্ষণগুলো ছিল। তবে কেউই মার্কেজের আগে প্রকরণটির প্রয়োগ এমন শিল্পিত এবং তীব্রতার সঙ্গে করেনি। মার্কেজ নিজেও বিশ্বাস করতেন '... the key of my success was telling the story complete with its supernatural happenings, just as my grand mother would have done, unblinking conviction and a brick face.'

অন্যান্য অনেক লাতিন আমেরিকান শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের মতো গার্সিয়া মার্কেজও তাঁর দেশকালের রাজনৈতিক সমস্যাগুলো নিয়ে মুখর হতেন। বৃহৎ বামপন্থার দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিশ্ববীক্ষণ করতেন। চিলির দক্ষিণপন্থী স্বৈরতান্ত্রিক মিলিটারি শাসক অগাস্টো পিনোচেতের যেমন ঘোর বিরোধী, কিউবার প্রবল সমর্থক। কাস্ত্রোর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, যে কোনও নতুন লেখার পাণ্ডুলিপি ছাপবার আগে একবার তাঁকে পড়িয়ে নিতেন। কাস্ত্রো সম্পর্কে লেখকের অভিমত : A man of austere habits and insatiable illusions, with an old fashioned formal education of cautious words and subdued tones and incapable of conceiving any idea that is not colosal.

গার্সিয়া মার্কেজ লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সামাজিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। মহাদেশ জুড়ে মানবাধিকার সংগ্রামের অন্যতম শরিক। মানবাধিকার সংগঠন Habeas গঠনে তাঁর অগ্রগণ্য ভুমিকা ছিল। কাস্ত্রোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও প্রয়োজনে কিউবার শাসকদের নিয়েও কিছু কিছু সমালোচনা লিখেছেন।

১৯৮২-তে তাঁর নোবেল পুরস্কার বক্তৃতায় স্বদেশ ও লাতিন মহাদেশ নিয়ে গভীর ইতিহাসবোধ লক্ষ্য করা যায়। কিছু অংশ, প্রসঙ্গত তুলে দেওয়া হল।

"The country that could be formed of all the exiles and forced emigrants of Latin America would have a population larger than that of Norway. I dare to think that it is this outsized reality, and not just its literary expression that has deserved the attention of the Swedish Academy of letters ..... poets and beggers, musicians and prophets, we have had to ask but little of imagination, for our crucial problem has been a look of conventional means to render our lives believable."

অবিশ্বাস্য ও কল্পনাতীত নানা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে ঘিরে গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর আখ্যান প্রতিস্থাপন করেছেন, আকরণগত কাঠামো যতই পরাবাস্তব হোক। প্রকৃত অর্থে নিয়ত বাস্তবতার সঙ্গে আখ্যান ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

আমাদের মার্কেজ পাঠ ইংরিজি কিংবা বাংলায়। যতই সাবলীল অনুবাদ থাকুক, ভাষান্তরের সঙ্গে মূল আখ্যান কিছু অংশে বিনির্মিত হবে। যাঁরা সরাসরি স্প্যানিস ভাষায় মূল গ্রন্থগুলো পড়েছেন— বাক্যগঠন, শব্দের যাদু দ্যোতনা ও প্রতীক নির্মাণে অনেক বেশি বর্ণময়, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ভিন্নতর স্বাদে মার্কেজ প্রতিভাত হবেন। মূলের সে-সব দ্যোতনা অনুবাদে সঠিক রক্ষা করা কখনই সম্ভবপর হয় না। সামাজিকভাবেই তা সম্ভবপর নয়। কিছু বৈচিত্র্য হারিয়ে যাবেই। ঐ সমাজের দেবতা সকল, খুন করবার ছুরির ঢং থেকে দালাল-বেশ্যাদের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। ধরা যাক নোবেলজয়ী উপন্যাসটির নামমাহাত্ম্য। স্প্যানিশে উপন্যাসটির নাম Clenanos de Solendad। ইংরিজি অনুবাদে One hundred years of Solitude। বাংলায় পেলাম একশ বছরের নৈঃশব্দ্য বা নিঃসঙ্গতা। Solitude শব্দ বাংলায় অনুদিত হল নিঃশব্দতা। নিঃসঙ্গতা। Solitude-এর রাজনৈতিক-সামাজিক দ্যোতনা ঠিক ঠিক নিঃসঙ্গ-নৈঃশব্দতে কতটুকু ফোটে? Solitude-ই বা রাজনৈতিক ইতিহাসকে ওদেশের তুলে আনতে পারে? একশ বছর ধরে লাতিন আমেরিকার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কী ভাবে নৈঃশব্দ্যে থাকতে পারে?

উপন্যাসটি সম্পর্কে স্বয়ং মার্কেজ যথাযথ লক্ষ্যে যখন ব্যাখ্যায়িত করলেন কোনো এক সাক্ষাৎকারে, আমাদের ভারতবাসীর ইতিহাসবোধ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যাখ্যাটি যেন হৃদয়ঙ্গম হয়।

"The more power you have, the harder it is to know who is lying to you and who is not. When you reach absolute power, there is no contact with reality, and that's the worst kind of solitude there can be. A very powerful person, a dictator is surrounded by interests and people whose final aim is to isolate him from reality; every thing is in concert to isolate him."

জনগণ বিচ্ছিন্ন, কিছু বশংবদ পরিবৃত স্বৈরাচারিতার ঘেরা টোপ এই 'Solendad' — ইংরেজিতে 'Solitude', বাংলায় 'নিঃসঙ্গতা'। 'রক্তকরবী'র জালের আড়ালের রাজা। বৃহৎ

গণতন্ত্রে ভিত্তিভূমির দেশ ভারতবর্ষে, জরুরি অবস্থা ও ইন্দিরা গান্ধীর এই বিচ্ছিন্নতার রূপ আমরা জানি। এবং ক্রমাগত জেনে চলেছি একক ক্ষমতায় উগ্রতা, জনগণ বিচ্ছিন্নতা। এই শক্তি শতবর্ষ ধরে লাতিন আমেরিকার সমাজে দৈত্যের মতো চেপে বসেছিল।

যাদু বাস্তবতার যথাযথ স্থপতি প্রয়াত হননি। পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠকদের কাছে সফোক্লেশ, কাফ্কা, উইলিয়াম ফক্নারদের ধ্রুপদী আকাশে পাশাপাশি নক্ষত্র হয়ে আলো ছড়িয়ে যাবেন।